সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা ❍ রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❍ ৩৯তম বর্ষ ❍ ৪র্থ সংখ্যা ❍ শ্রাবণ-১৪২৩ ❍ পৃষ্ঠা-৮

সারা বছর আম জাম লিচু খাওয়া যাবে এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে ২

মিছাখালীতে রাবার ড্যাম উদ্বোধন ৩

উন্নতমানের পাটের আঁশ প্রাপ্তিতে কৃষক ভাইদের করণীয় ৪

খুলনায় ১৫ দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৬ উদ্বোধন ৬

পাঁচশত কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিতরণ

–আবু কাউসার মো. সারোয়ার, *কৃতসা, চট্টগ্রাম*

নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে নিরাপদ সবজি উৎপাদনের জন্য পাঁচশত কৃষকের মাঝে ১৬ জুলাই ২০১৬ সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো. ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী; জনাব মো. ইলিয়াস শরীফ, পুলিশ সুপার, নোয়াখালী; জনাব প্রণব ভট্টাচার্য, উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; জনাব মিজানুর রহমান বাদল,

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কৃষকদের মাঝে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিতরণ করছেন মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

নাটোরের সিংড়ায় ফলদ বৃক্ষ মেলা ২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক নাটোরের সিংড়ায় ফলদ বৃক্ষ মেলা-১৬ উদ্বোধন

–মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, *কৃতসা, রাজশাহী*

'অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফল বেশি খান' –এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে প্রতি বছরের মতো এবারও ২৩ জুলাই ১৬ সকাল ৭টায় সিংড়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সপ্তাহ ব্যাপী ফলদ বৃক্ষ মেলা –১৬ -এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয় ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ অ্যাডভোকেট জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সপ্তাহব্যাপী ফলদ বৃক্ষমেলা ১৬-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিংড়া উপজেলা পরিষদের সম্মানীত ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. শফিকুল ইসলাম শফিক, সিংড়া পৌরসভার মাননীয় মেয়র মো. জান্নাতুল ফেরদৌস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিংড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হেমন্ত হেনরী কুবি ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার ১৯৯৬ সালে প্রথম

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

অধিকহারে ফল সবজি উৎপাদনসহ সব ক্ষেত্রে কৃষক ভাইদের নিবেদিত হয়ে কাজ করতে হবে

আলহাজ মো. মকবুল হোসেন এমপি

–এ.টি.এম.ফজলুল করিম, *কৃতসা, পাবনা*

কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ মো. মকবুল হোসেন, এমপি বলেছেন, বাংলাদেশের কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সঠিক প্রযুক্তি প্রয়োগ, সরকারের উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তিনি কৃষক ভাইদের সব ক্ষেত্রে নিবেদিত হয়ে কাজ করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে, সব ক্ষেত্রে জনগণের ক্রয়ক্ষমতাও বেড়েছে, তাই কৃষক ভাইয়েরা যদি খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি ফল এবং সবজি উৎপাদনে গভীর মনোনিবেশ করে তাহলে ফল-সবজিতেও আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হবো। তিনি ফল-সবজির মধ্যে ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং এন্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, ফল-সবজি উৎপাদনে সবাই এগিয়ে এলে আমাদের পুষ্টিসহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, সেই সাথে বেকারত্ব কমবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং আর্থসামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত হবে। গত ১৪ জুলাই পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রশিক্ষণ হলরুমে 'চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় চাষিদের মধ্যে বিনামূল্যে চারা/কলম বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ভাঙ্গুড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নূর মুজাহিদ স্বপন, ভাঙ্গুড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শামসুল আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ নূরুল ইসলাম মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মসূচি বিষয়ক প্রকল্পের আওতায় ভাঙ্গুড়া উপজেলায় ফসল, ফল ও সবজি উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাভিত্তিক সুষমভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমানতালে এগিয়ে চলার বিষয়াদি তুলে ধরেন। পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার বৃক্ষরোপণের কলাকৌশল, মানব অস্তিত্ব রক্ষায় বৃক্ষের তাৎপর্যময় ভূমিকা ইত্যাদি উল্লেখ করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রমে এগিয়ে আসতে সবার প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।

গত ১৪ জুলাই ভাঙ্গুরা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসে প্রযুক্তি হস্তান্তর শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় চাষিদের মধ্যে ফলদ বৃক্ষের চারা বিতরণ করছেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ মকবুল হোসেন এমপি

সারা বছর আম জাম লিচু খাওয়া যাবে এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে

আলহাজ মো. মকবুল হোসেন, *এমপি*

–এ.টি.এম. ফজলুল করিম, *কৃতসা, পাবনা*

পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় চাটমোহর উপজেলা পরিষদ হলরুমে গত ২৫ জুন এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ মো. মকবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখন পর্যাপ্ত পরিমাণে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ও কলা উৎপন্ন হচ্ছে এগুলো যাতে সব মৌসুমেই আমরা খেতে পারি তার প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে, তাহলেই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ একটি জাতি হিসেবে বেড়ে উঠবে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই আমরা ক্ষুধামুক্ত জাতি হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিতি পেয়েছি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে আমরা নিরাপদ খাদ্যসহ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি জাতি হিসেবে বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। তিনি কৃষির উন্নয়নের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়াতে খাল খনন, ক্যানেল তৈরিসহ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ঢাকা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ এস. এম. আবু জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ চৈতন্য কুমার দাস, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আই.সি.টি উইংয়ের পরিচালক প্রতীপ কুমার মণ্ডল, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. আমিরুল ইসলাম, বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. হযরত আলী, চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেহেলী লায়লা, চাটমোহর উপজেলা চেয়ারম্যান হাসাদুল ইসলাম হিরা এবং ফরিদপুর উপজেলা চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান প্রমুখ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়নের দিকসমূহ মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করেন কর্মসূচির পরিচালক এবং পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার।

অন্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে কৃষক প্রতিনিধি চাটমোহরের নূরুল ইসলাম, ফরিদপুরের শাহাদৎ হোসেন এবং ভাঙ্গুড়ার মাসুদুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কৃষক-কৃষাণী

রংপুরে বিএডিসি এগ্রোসার্ভিস সেন্টারে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

–সেখ জিয়াউর রহমান, *কৃতসা, রংপুর*

রংপুর জেলার বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এগ্রোসার্ভিস সেন্টারে সম্প্রতি দিনব্যাপী ফলদ, বনজ ও মসলা উৎপাদন ও পরিচর্যা শীর্ষক এক কৃষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের উপপরিচালক শামীম আরা

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ড. হাছান মাহমুদ এমপি

রাঙ্গুনিয়ায় কৃষি প্রযুক্তি ও ফলদ বৃক্ষ মেলা-১৬ অনুষ্ঠিত

–মো. জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া, *এআইসিও*

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন, রাঙ্গুনিয়ার যৌথ উদ্যোগে গত ২৪-০৭-১৬ ইং তারিখ হতে ২৮-০৭-১৬ ইং পর্যন্ত রাঙ্গুনিয়া উপজেলার রোয়াজারহাটে ৫ দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি ও ফলদ বৃক্ষ মেলা ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. হাছান মাহমুদ এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ আলী শাহ এবং রাঙ্গুনিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব আলহাজ শাহজাহান সিকদার। রাঙ্গুনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে মেলার উদ্দেশ্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ কারিমা আক্তার। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, গাছ আমাদের জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। আজকের ছোট ছোট চারা গাছ আগামী দিনের সঞ্চয়। দেশ ও পরিবেশ বাঁচাতে বেশি করে ফলদ, ভেষজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।

মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/নার্সারি তাদের চারা/কলম বিক্রি ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করেন। কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিস চট্টগ্রামের সহযোগিতায় নজরের টিলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিস হতে প্রকাশিত বুকলেট, লিফলেট, ফোল্ডার আগত কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় এবং প্রতিদিন মেলা প্রাঙ্গণে কৃষিপ্রযুক্তি বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মিছাখালীতে রাবার ড্যাম উদ্বোধন

–কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ, *কৃতসা, সিলেট*

গত ০২ জুলাই, ২০১৬ সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের মিছাখালী এলাকার মনাই নদে নির্মিত মিছাখালী রাবার বাঁধ উদ্বোধন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি এ বাঁধের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান মো. নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, সুনামগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য শামসুন নাহার বেগম, সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নে খুবই আন্তরিক। দেশের গরিব-দুঃখী ও মেহনতী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্যই বর্তমান সরকার নানান বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হাওর এলাকায় এ রকম আরও রাবার বাঁধ নির্মাণ করা হবে।

সুনামগঞ্জে বিএডিসির নির্বাহী প্রকৌশলী প্রণজিৎ কুমার দেব বলেন, এই বাঁধ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩৭ কোটি টাকা। প্রায় ২২০ মিটার দীর্ঘ এই বাঁধ নির্মিত হওয়ায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার দু'টি হাওরে ১৭ হাজার ২৯০ একর জমিতে বোরো ধান চাষ করা সম্ভব হবে। এতে ফসলের আবাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে।

পরিচিতি

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI)

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বিজেআরআই মূলত তিনটি ধারায় তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে ১. পাটের কৃষি পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, এর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা, ২. পাটের কারিগরি তথা প্রচলিত পাট পণ্যের মান উন্নয়ন এবং মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা এবং ৩. পাট ও তুলার সংমিশ্রণে বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদনের গবেষণা। বিজেআরআইতে প্রতিষ্ঠিত জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের প্রায় ৬০০০ জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত আছে। ২০০৮-০৯ সাল হতে অদ্যাবধি বিজেআরআইতে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বে সর্বপ্রথম দেশি ও তোষা পাটের জীবনরহস্য (Genome Sequencing) আবিষ্কার করা হয়েছে এবং পাটসহ পাঁচশতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাকের *Macrophomina phaseolina* জীবনরহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। উন্মোচিত জেনোম তথ্য ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল, বিভিন্ন প্রতিকূলতা সহনশীল এবং পণ্য উৎপাদন উপযোগী পাট জাত উদ্ভাবনের জন্য বর্তমান সরকার 'পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পাট ও *Macrophomina phaseolina* এর জেনোম তথ্য থেকে মেধাস্বত্ব (IPR) অর্জনের জন্য ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের ১২টি দেশে ৭টি আবেদন জমা দেয়া হয়েছে।

পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের ৭টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে তোষা পাটের ২টি (বিজেআরআই তোষা পাট-৫, বিজেআরআই তোষা পাট-৬), দেশি পাটের ৩টি (বিজেআরআই দেশি পাট-৭, বিজেআরআই দেশি পাট-৮ ও বিজেআরআই দেশি পাটশাক-১), কেনাফের ১টি (বিজেআরআই কেনাফ-৩) এবং মেস্তার ১টি (বিজেআরআই মেস্তা-২)। স্বল্পমূল্যের হালকা পাটের শপিং ব্যাগ, প্রাকৃতিক উৎস হতে রঙ আহরণ করে পাটপণ্য রঞ্জন পদ্ধতি, পাটজাত শোষক তুলা, অগ্নিরোধী পাটবস্ত্র, জুট-প্লাস্টিক কম্পোজিট ইত্যাদিসহ ৬টি নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

পাট আঁশ ও বীজ উৎপাদন, রিবন রেটিং পদ্ধতি, কৃষি বনায়ন পরিবেশে নাবি পাটবীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অন্যান্য কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য ২১০০০ জন পাটচাষি, ৭০০০ জন সম্প্রসারণ কর্মী এবং ১০০০ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে ১০০০ জন পাট পণ্য উৎপাদন কর্মী এবং ৩০০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিগত সাত বছরে পাট, কেনাফ ও মেস্তার ১৪০০০ কেজি প্রজনন বীজ উৎপাদন এবং বিএডিসিসহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে এবং ৪৬০ টন মান ঘোষিত বীজ (TLS) উৎপাদন করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্য ঘাটতির দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ

আলহাজ অ্যাডভোকেট মো. আবু জাহির, এমপি

–কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ, *কৃতসা, সিলেট*

সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ অ্যাডভোকেট মো. আবু জাহির এমপি বলেছেন, কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকার ও কৃষি বিভাগের প্রচেষ্টার কারণেই দেশ আজ খাদ্য ঘাটতি মোকবেলা করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে বিদেশে রপ্তানিসহ বিভিন্ন দেশে সাহায্যের হাত

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ৩ দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষ মেলা-২০১৬ উদ্বোধন

–মো. এরশাদ আলী, *কৃতসা, রাজশাহী*

গত ২৫ জুলাই গোদাগাড়ী উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ৩ দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষ মেলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার গোদাগাড়ী মোহা. খালিদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য রাজশাহী-১ ও সভাপতি শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি জনাব আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ইছাহাক আলী।

উদ্বোধনীর শুরুতে সুধীবৃন্দের শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে ফলদ বৃক্ষ মেলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার গোদাগাড়ী কৃষিবিদ মো. তৌফিকুর রহমান। তিনি মেলায় উপস্থিত সর্ব স্তরের মানুষকে কমপক্ষে ২টি করে ফলদ বৃক্ষ রোপণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান ও মেলায় অংশ গ্রহণ করার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উদ্বোধনীর প্রধান অতিথি বলেন এই সরকার কৃষিবান্ধব সরকার বিধায় সর্ব প্রকার সার, কীটনাশক কৃষি কাজে ব্যবহৃত কৃষিযন্ত্রে ব্যাপক ভর্তুকিসহ কৃষি প্রণোদনা প্রদান করছে এবং যার ফল কৃষকগণ পেতে শুরু করেছে। তিনি ফলদ ও বনজ বৃক্ষের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, ফল একটি স্বাস্থ্য রক্ষাকারী খাদ্য। যে কোনো ফলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ, শর্করা ও যথেষ্ঠ পরিমাণে ভিটামিন থাকে যা মানুষের দেহে শক্তি সরবরাহ ও দৈহিক গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে ক্রমবর্ধমান মানুষের খাদ্যের যোগান দেয় কৃষি। তাই মানুষের খাদ্য চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সময় উপযোগী ফলদ ও বনজ বৃক্ষ মেলা কৃষকসহ আপামর জনসাধারণকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাজেই প্রতিদিন কিছু না কিছু যে কোনো ধরনের ফল খেতে হবে আর এজন্য বাড়িতে যে কোনো ফলের গাছ থাকা প্রয়োজন। কাজেই সবাইকে ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তিনি উপস্থিত সব স্তরের মানুষকে মেলা পরিদর্শণ ও মেলা থেকে কৃষি প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও নতুন নতুন ধ্যান ধারনা গ্রহনের পাশাপাশি ৩টি করে ফলদ, বৃক্ষের চারা সংগ্রহ করে রোপণ করার জন্য আহ্বান জানান।

সভাপতি মহোদয় বলেন, এবার মেলার প্রতিপাদ্য হলো অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফল বেশি খান। আর বিদেশি ফল নয় বেশি করে দেশি ফলের গাছ লাগিয়ে সেই সুস্বাদু ফল নিজে খাবেন

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে অনুষ্ঠিত ফলদ বৃক্ষ মেলা ২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী, এমপি

এবং অতিরিক্ত ফল বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করবেন। তবেই দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। পরিশেষে তিনি মেলা থেকে বিভিন্ন জাতের কমপক্ষে ৩টি করে ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা সংগ্রহ করে রোপণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩ দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষ মেলায় কৃষি সম্প্রসরণ বিভাগ, বন বিভাগ, বিএমডিএ, ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারিসহ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন ফলের চারার গ্রাফটিং, বৃক্ষ রোপণের কলাকৌশল, দেশীয় প্রজাতির ফল প্রদর্শন বিষয়ক স্টলসহ ২১টি স্টল অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী পর্বে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা–কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও ৭০০ জন কৃষক–কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

উন্নতমানের পাটের আঁশ প্রাপ্তিতে কৃষক ভাইদের করণীয়

সঠিকভাবে জাগ দেয়ার পদ্ধতি

- ভালোমানের আঁশ উৎপাদনের জন্য পাট গাছে ফুলের কুঁড়ি আসা মাত্রই পাট কাটতে হবে।
- কাটার পর চিকন ও মোটা পাট গাছ আলাদা করে আঁটি বেঁধে পাতা ঝরিয়ে গাছের গোড়া ৩ থেকে ৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। পরে পরিষ্কার পানিতে জাগ দিতে হবে।
- জাগ দেয়ার জন্য খুব গভীর পানির দরকার নেই। মাঠে ঘাসের ওপর এক ফুট থেকে দেড় ফুট পানি থাকলে সেখানেও জাগ দেয়া যায়। তবে পাট গাছের সংখ্যা বা পরিমাণ অধিক হলে আরও গভীর পানির দরকার হয়, যাতে জাগ ডুবতে পারে।
- মাঠে ঘাস থাকলে পাট গাছগুলো মাটির সংস্পর্শে আসে না, ফলে পাটের রঙ ভালো থাকে। ঘাস না থাকলে কিছু খড় বিছিয়ে তার ওপরও জাগ দেয়া যায়। জাগের ওপর কচুরিপানা বা খড় বিছিয়ে দিলে খুব ভালো হয়, তবে কখনই সরাসরি মাটি দিয়ে চাপা দেয়া যাবে না।
- জাগ দেয়ার পর নিয়মিত গাছ পরীক্ষা করে দেখতে হয় যাতে বেশি পচে না যায়। আঁশ মাটিতে বসিয়ে না নিয়ে পানিতে ভাসিয়ে নেয়া ভালো। কেননা তাতে আঁশে মাটি, কাঁকর থাকার সম্ভাবনা কমে যায়। এরপর পরিষ্কার পানিতে ধোয়া দরকার।

পানির অভাব হলে কী করতে হবে

- পানির অভাব দেখা দিলে অথবা জাগ দেয়ার জায়গা না থাকলে পাট গাছ না পচিয়ে পাট গাছের ছাল পচানো যায় এবং এতে পচন তাড়াতাড়ি শেষ হয়।
- এজন্য বাঁশের খুঁটির মাথায় ইংরেজি অক্ষর ইউয়ের মতো করে কেটে তার মাঝে পাট গাছ রেখে অতি সহজে গাছ থেকে ছাল ছড়ানো সম্ভব।
- এরপর চাড়িতে বা চার কোণা গর্ত করে পাটের ছাল জাগ দেয়া যায়। পচানোর সময় পানিতে যদি ছালের ওজনের আনুমানিক ৩৭ কেজি ওজনের জন্য ৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে দেয়া যায় তবে পচন আরও তাড়াতাড়ি হয়।

গোড়ার দিকের কালো অংশ বা কাটিংস দূর করার উপায়

- সঠিক পদ্ধতিতে পাট না পচানোর জন্য অথবা পচন পানির অভাবজনিত কারণে পাট আঁশ ছালযুক্ত ও নিচু মানের হলে পাট আঁশের ওজন প্রতি ৩৭ কেজিতে ৫ গ্রাম ইউরিয়া পানিতে মিশিয়ে আঁশের গোড়ায় ছালযুক্ত স্থানে ছিটিয়ে দিয়ে এক সপ্তাহ পলিথিন বা ছালা দিয়ে ঢেকে রেখে গোড়ার দিকটা পুনরায় ধুয়ে নিলেই আঁশ ছালমুক্ত হয় এবং আঁশের মানও ভালো হয়।
- ধোয়া আঁশ কখনই মাটির ওপর বিছিয়ে শুকাতে নেই। বাঁশের আড়, রেলিং, ঘরের চাল ইত্যাদিতে বিছিয়ে শুকানো ভালো। মনে রাখবেন উন্নতমানের আঁশের দাম সর্বোচ্চ এবং সব সময় এর গ্রাহক থাকে। পক্ষান্তরে নিম্নমানের অতিরিক্ত পচানো, কম পচানো, রঙ জলা, কালচে, বাকল, কাঠি লেগে থাকা আঁশের বাজারমূল্য সব সময়ই কম হয়ে থাকে।

বিস্তারিত জানতে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

তাছাড়া স্বল্পমূল্যে আপনার মোবাইল থেকে ১৬১২৩ নম্বরে শুক্রবার ও সরকারি বন্ধের দিন বাদে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ফোন করে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারেন।

পুষ্টি কর্নার

আমড়া

আমড়া একটি পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল। এতে ভিটামিন 'সি' ছাড়া ক্যারোটিন, শর্করা ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম আমড়ায় জলীয় অংশ ৮৩.২ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৬ গ্রাম, আঁশ ১.০ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৬ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.১ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ১৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫৫ মিলিগ্রাম, লৌহ ৩.৯ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৮০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.২৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৪ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ৯২ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। আমড়া পিত্ত ও কফ নিবারণ করে। আমনাশক ও কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে এবং অরুচিতে ও পিত্তবমনে ব্যবহার করা হয়। দেশের সর্বত্রই আমড়ার চাষ হয়, তবে বৃহত্তর বরিশাল ও সাতক্ষীরা এলাকায় এর উৎপাদন সবচেয়ে বেশি। আমড়া কাঁচা খাওয়া হয়, খেতে টকমিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। বিলাতি ও দেশি দুই রকমের আমড়া থেকেই সুস্বাদু আচার, চাটনি, জেলি ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

নোয়াখালীর চরাঞ্চলের কৃষকের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে সিডিএসপি-৪ প্রকল্প

–কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার, *কৃতসা, চট্টগ্রাম*

২৬ জুলাই ২০১৬ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নোয়াখালী জেলার প্রশিক্ষণ হলরুমে চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ ((ডিএই অংগ) এর আয়োজনে বার্ষিক কর্মশালা ২০১৫-১৬ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নোয়াখালী এর উপপরিচালক

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

চরাঞ্চলে বাদামের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার লিংকেজের ওপর অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ক্রপস (ফসল) উইংয়ের পরিচালক মো. গোলাম মোস্তফা

চরাঞ্চলে বাদামের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার লিংকেজের ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, *কৃতসা, রংপুর*

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও মার্কেট ফর চরের যৌথ বাস্তবায়নে রংপুর বিভাগীয় শহরের ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে চরের উপযোগী বাদামের চাষ সম্প্রসারণ শক্তিশালীকরণ শীর্ষক এক কর্মশালা গত ২২ জুন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. হযরত আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ক্রপস (ফসল) উইংয়ের পরিচালক মো. গোলাম মোস্তফা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. শাহ আলম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মোবারক আলী প্রমুখ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, চরাঞ্চলে বাদাম চাষ সম্প্রসারণে কিভাবে সহায়তা দেয়া যায়, তা গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিভাগকে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। ধানের পরিবর্তে বাদাম চাষ করলে অনেক বেশি লাভবান হওয়া যায়। চরের সাহসী ও সংগ্রামী মানুষের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে কাজ করে যেতে তিনি আহ্বান জানান।

কর্মশালার শুরুতে প্রকল্প কার্যক্রম উপস্থাপন করেন সুইস কন্ট্যাক্ট-মার্কেট ফর চরের বাজার উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ সাবাহ শীশ আহমেদ। তিনি বলেন, চরাঞ্চলে বাদামের উন্নত জাত, সুষম সারের ব্যবহার ও আধুনিক কলাকৌশল রপ্তকরণের ফলে কৃষকরা আগের চেয়ে বেশি ফলন পেয়েছেন। তিনি আরও বলেন, চাষিদের বাদাম বাজারজাতকরণের জন্য প্রাণ কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রংপুর কাউনিয়া উপজেলার তিস্তার চর থেকে আগত কৃষক মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তাদের চরে বছরে দুটি ফসল হয়, আলু আর চীনাবাদাম। তিনি আগে স্থানীয় জাতের ঢাকা-১ জাতের বাদাম চাষ করতেন। ২০ শতক জমিতে চাষ করে গড়ে ২.৫ থেকে ৩.০ মণ ফলন পেতেন আর ফলন ভালো হলে সর্বোচ্চ ৩ মণ পর্যন্ত ফলন পেতেন। বর্তমানে বারি চীনাবাদাম-৮ আবাদে গড়ে ৬ মণ করে ফলন পাচ্ছেন। উন্মুক্ত আলোচনায় কাউনিয়া উপজেলা কৃষি অফিসার মো. শামীমুর রহমান বলেন, তার উপজেলায় প্রায় ৫৪০ হেক্টর জমিতে বাদামের আবাদ হয়েছে। ধান চাষ করা যায় না বিধায় পরিত্যক্ত জমিতে এ ফসল চাষ করা হয় বলে এতে লাভও অনেক বেশি। তিনি একটি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, এক হেক্টর জমিতে ৬০-৭০ হাজার টাকা খরচ করে ২.৭-৩.০ মে. টন বাদাম পাওয়া যায়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা প্রায়। সেখানে এক হেক্টর জমিতে ধান আবাদ করে ৪০-৫০ হাজার টাকা খরচ করে ৫.৫-৬.০ টন ফলন পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৭২-৭৫ হাজার টাকা।

বিশেষ অতিথি ড. মো. মোবারক আলী বলেন, বীজ বাদামের সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বীজ বাদামের আর্দ্রতা ৮-১০ ভাগে কমিয়ে আনতে পারলে প্রায় ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। বীজ বাদাম সংগ্রহের সময়ই অপুষ্ট বীজ সরিয়ে ফেলতে হবে। রোগের আক্রমণ কমাতে বীজ শোষণ করে নিতে হবে। সুষম মাত্রায় সার দিতে হবে, বিশেষ করে ইউরিয়া প্রয়োগে সতর্ক হতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগ বেশি হলে অঙ্গজ বৃদ্ধি বেশি হবে ফলে ফল-ফুল উৎপাদন কমে যাবে। বাদামে বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সবাই মিলে দমন করতে হবে। কর্মশালায় প্রকল্পভুক্ত পাঁচ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষক প্রতিনিধি, মার্কেট ফর চর প্রকল্পের কর্মকর্তারা, বীজ ব্যবসায়ী, বীজ উৎপাদনকারীরা ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা-২০১৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা

খুলনায় ১৫ দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৬ উদ্বোধন

–মো. আবদুর রহমান, *কৃতসা, খুলনা*

'জীবিকার জন্য গাছ, জীবনের জন্য গাছ' প্রতিপাদ্য নিয়ে খুলনার শিববাড়ী মোড়ের জিয়া হল প্রাঙ্গণে গত ২৪ জুলাই শুরু হয় ১৫ দিনব্যাপী খুলনা বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা-২০১৬। জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যৌথভাবে এ মেলার আয়োজন করেছে। খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে এ মেলার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস, জেলা পরিষদ প্রশাসক শেখ হারুনার রশিদ, বন সংরক্ষক জহিরউদ্দিন আহমেদ, সুন্দরবন গার্ড রেজিমেন্টের কমান্ডার লে. কর্নেল সালাউদ্দিন, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল লতিফ ও খুলনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এস এম নজরুল ইসলাম। খুলনা জেলা প্রশাসক মো. নাজমুল আহসান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার বলেন, গাছ আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছ রোপণের কোনো বিকল্প নেই। বৃক্ষ নিধনের থেকে বৃক্ষ রোপণের প্রতি আমাদের অধিক যত্নবান হতে হবে। ব্যক্তি পর্যায় থেকে সব সরকারি-বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গাছ লাগিয়ে আমাদের এ প্রিয় ধরিত্রীকে রক্ষায় বনজ গাছের পাশাপাশি মানুষের পুষ্টির প্রতি জনসচেতনতা সৃষ্টি ও ফলদ গাছ রোপণের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. সাঈদ আলী। অন্যদের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক (বাঘ) মলয় কুমার সরকার, ইউএসএআইডির সিআরইএলের প্রতিনিধি শেখ জিয়াউল হক, জিআইজেডের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মো. মিজানুর রহমান ও নার্সারি মালিক সমিতির সভাপতি এস এম বদরুল আলম বক্তৃতা করেন। মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্টলে বৃক্ষ রোপণের ওপর প্রযুক্তি প্রদর্শন আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের স্টলসহ খুলনা ও আশপাশের মোট ৫০টি নার্সারি এবারের মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় দেশি-বিদেশি ফুল, ফল, বনজ, ঔষধি ও শোভা বর্ধনকারী বিভিন্ন প্রজাতীর চারা, কলম প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে। মেলা চলবে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিপুলসংখ্যক গণমাধ্যম প্রতিনিধি অংশ নেন। এর আগে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি পাওয়ার হাউজ মোড় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শিববাড়ি মোড়ে এসে শেষ হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেনিপেশার মানুষ অংশ নেন।

কুমিল্লা রাজেসপুর 'বারি মাল্টা-১' চাষের ওপর কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস

–মো. মহসিন মিজি, *কৃতসা, কুমিল্লা*

পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সদর দক্ষিণ উপজেলার আয়োজনে রাজেসপুর লালবাগ ব্লকে, কৃষক মির সহিদুল ইসলাম এবং মাইনুদ্দিন মজুমদারের ১৫ শতক জমিতে, উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. নজির আহাম্মদের পরামর্শে বারি মাল্টা-১, চাষ প্রদর্শনীর ওপর ২১ জুলাই কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের তথ্য মতে, একজন মানুষ সুস্থ থাকার জন্য দৈনিক ২০০ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন। ফলের উৎপাদন স্বল্প পরিমাণে হওয়ায় আমরা খেতে পারছি মাত্র গড়ে ৪০-৪৫ গ্রাম। ফলের এ ঘাটতি পূরণে কৃষকদের ফল উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য এ মাঠ দিবসের উদ্দেশ্য।

মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিবিদ যুগল পদ দে। তিনি বলেন, মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য সঠিক সময়ে শরীরের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। তাই নিয়মিত ফল খাওয়া অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রযুক্তিনির্ভর বক্তব্য রাখেন- ডিএই কুমিল্লা জেলার উপপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ্, তৌফিকুল ইসলাম রিপন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, জোড়কানন পূর্ব ইউনিয়ন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন- কৃষিবিদ আইউব মাহামুদ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন- মো. আবুল হাসনাত, উপসহকারী কৃষি অফিসার, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা। এ ছাড়াও মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

রংপুরে নবনিযুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

–খোন্দকার মো. মেসবাহুল ইসলাম, *উদ্যান বিশেষজ্ঞ, ডিএই, রংপুর*

গত ১৮ জুন ২০১৬ তারিখে ৩৪তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের ১৪ জন নবনিযুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চলের সম্মেলন কক্ষে। উক্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন উইংসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি, কার্যক্রম, বিভিন্ন দপ্তরের সাথে আন্তঃযোগাযোগ এবং কর্মকর্তা হিসেবে কাজের পরিধি, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কাজে বিভিন্ন উদ্ভূত সমস্যা ও সেসব থেকে উত্তরণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ও আলোচনার ভিত্তিতে কিভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে সমাধান সম্ভব তা আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অঞ্চলের কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিশেষ করে রংপুর অঞ্চল খাদ্যে উদ্বৃত্ত একটি অঞ্চল হওয়ায় এখানে মাঠে উৎপাদন ও ফলন ঠিক রাখতে নতুনদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আগামীতে কাজ করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে কৃষিখাত বর্তমানে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কৃষির অনেক সমস্যার সমাধান দেয়া সম্ভব, সে সব বিষয়ে নতুনদের জানা থাকতে হবে। কৃষির চলমান চিত্র সম্পর্কে জানতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত/প্রচারিত কৃষিবিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মো. শাহ আলমের সভাপতিত্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন, হর্টিকালচার, প্রশিক্ষণ, কোয়ারেন্টাইন, উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও ক্রপস উইং এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিভিন্ন কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের সামনে তুলে ধরেন তাজহাট, রংপুরের এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো. মনিরুজ্জামান, গাইবান্ধা এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ জনাব কে.এম. মাউদুদুল ইসলাম, রংপুর আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সহকারী আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা জনাব ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান প্রধান, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তা জনাব মো. আবু সায়েম এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের উদ্যান বিশেষজ্ঞ জনাব খোন্দকার মো. মেসবাহুল ইসলাম।

পাঁচশত কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কোম্পানীগঞ্জ। উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব পুষ্পেন্দু বড়ুয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাড়াও বিপুল কৃষক-কৃষাণী, বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেন।

প্রধান অতিথি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা ও সঠিক সিদ্ধান্তের ফলে কৃষকের ঘামে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বার্থে এখন সময় এসেছে খাদ্য নিরাপত্তা ধরে রাখার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের। সবার সহযোগিতায় অচিরেই আমরা এতেও সফলতা অর্জন করব। তিনি এ ব্যাপারে সবাইকে মনযোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি মহোদয় পরবর্তীতে পাঁচশত কৃষকের মাথাপিছু ৫টি করে ফেরোমন ফাঁদের বক্স ও ১০টি করে সেক্স ফেরোমন লিউর বিতরণ কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন। এছাড়াও তিনি উপজেলা পরিষদের তরফ থেকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসকে মাটির লবণাক্ততা পরিমাপ যন্ত্র, ফরমালিন টেস্টিং কিট, পাওয়ার স্প্রেয়ার হস্তান্তর করেন। একই অনুষ্ঠানে তিনি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্তদের বিভিন্ন প্রকার সহায়তা সামগ্রীও হস্তান্তর করা হয়।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক নাটোরের সিংড়ায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেন। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী বাংলাদেশকে সবুজ ও শস্য শ্যামলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কৃষি গবেষণাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কৃষিতে ভর্তুকি দিয়ে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছেন। তাই আগের খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ আজ খাদ্য রপ্তানির দেশ। তিনি বাড়ির আনাচে-কানাচে, ভবনের বারান্দা ও ছাদে, রাস্তার ধারে, সড়কের পাশে সবখানেই ফল গাছ রোপণ করা যায় এবং অল্প পরিচর্যায়ই গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়। তিনি উৎপাদন ও উন্নয়নের এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে যার যেখানে যতটুকু সুযোগ রয়েছে সেখানে কমপক্ষে তিনটি করে ফল, ফুল ও ঔষধি গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দেশকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার জন্য সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে কুড়িপাকিয়া আজিজুল আলম ফাজিল মাদ্রাসা ও চৌগ্রাম ক্ষিদ্রবাড়ীয়া কবরস্থানের প্রত্যেককে ১২টি করে উন্নত জাতের আমের চারা দেয়া হয়। মেলায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মোট ২০টি স্টল স্থাপণ করা হয়। প্রতিটি স্টলে কৃষির আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি এং উন্নত জাতের চারা কলম প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। সপ্তাহব্যাপী ফলদ বৃক্ষমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদেও চেয়ারম্যান ও সদস্য, কৃষক-কৃষাণী, সাংবাদিক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাজশাহীর প্রতিনিধিসহ প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন ।

রংপুরে বিএডিসি এগ্রোসার্ভিস সেন্টারে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বেগম এবং সভাপতিত্ব করেন উপসহকারী পরিচালক খুরশীদ আলম। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের উদ্যানতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ খন্দকার মো. মেসবাহুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন, আমাদের বাড়ির আশপাশে অনেক পতিত জমি পড়ে থাকে তা ফেলে না রেখে ফল গাছ রোপণ করলে অর্থ পুষ্টি দুইভাবেই লাভবান হবো। ফল একটি পুষ্টিকর খাবার তাই এটি আমাদের প্রতিদিন খেতে হবে। ফল আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। প্রশিক্ষক খন্দকার মো. মেসবাহুল ইসলাম বলেন, প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কৃষক। তাই কৃষক সমাজকে প্রশিক্ষিত করতে না পারলে আমাদের দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।

মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন কিন্তু সে তুলনায় আমাদের আছে অনেক কম। তাই রাস্তার পাশে স্কুল-কলেজের পতিত জায়গা ফেলে না রেখে সেখানে গাছ লাগিয়ে বনভূমি করা দরকার। আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে মসলা আমদানি করতে হয়। আমরা যদি আর একটু সচেতন হয়ে বাড়ির আশপাশে মসলার গাছ রোপণ করি তাহলে আমাদের প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। সভাপতি বলেন, কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতি করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই।

তাই কৃষির উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষক প্রতিনিধি বৈদ্যনাথ বর্মণ বলেন, এ প্রশিক্ষণ নিয়ে কৃষক-কৃষাণীরা খুবই উপকৃত হবেন। কৃষিকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

খাদ্য ঘাটতির দেশ এখন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাড়িয়ে দিচ্ছে। গত ১৬ জুলাই, ২০১৬ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে আয়োজিত "কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৬" এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন, কৃষি নির্ভর দেশের মূল ক্রীড়নক কৃষকদের জন্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নানান বাস্তবমুখী কর্মসূচি, পরিকল্পনা, পলিসি এসব গ্রহণ করেছেন। এসব কর্মসূচি, পরিকল্পনা, পলিসি কৃষি বিভাগের মাধ্যমে যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায় হতে দেশ আজ পুরস্কৃত হচ্ছে। দেশের আবাদি জমির পাশাপাশি অনাবাদি জমি চাষে উদ্যোগী করতে সরকার কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণে বিশেষ ভর্তুকির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সাংসদ মহোদয় সিলেট অঞ্চলের পতিত জমি চাষের আওতায় আনার উদ্যোগকে প্রশংসা করেন। তিনি হবিগঞ্জের কৃষি জমির নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য কৃষি বিভাগের পাশাপাশি কৃষকসহ সবার প্রতি আহ্বান জানান।

উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ জনাব বশির আহম্মদ সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বেলা ১১.০০ টার দিকে সার্কিট হাউজ থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে নিমতলায় এসে শেষ হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ জনাব মজুমদার মো. ইলিয়াছ, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ। বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব শফিউল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বক্তব্য প্রদান করেন। ০৩ দিনব্যাপী মেলায় প্রায় ২০টি স্টল অংশ নেয়।

নোয়াখালীর চরাঞ্চলের কৃষকের

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

এবং সিডিএসপি-৪ (ডিএই অংগ) এর প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ প্রণব ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. বছির উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ নুরুল হক, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বেগমগঞ্জ এবং কৃষিবিদ মো. বজলুল করিম, ডেপুটি টিম লিডার ও কৃষি উপদেষ্টা সিডিএসপি-৪ প্রকল্প। কর্মশালায় প্রকল্পভূক্ত জেলা ও উপজেলার ডিএই কর্মকর্তাবৃন্দ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, এসআরডিআই, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, কৃষক-কৃষাণী, এনজিও প্রতিনিধি অংশ নেন এবং তাদের মতামত তুলে ধরেন।

কর্মশালায় সিডিএসপি-৪ প্রকল্পের কৃষি উপদেষ্টা জনাব বজলুল করিম প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে কৃষি বিষয়ে প্রকল্পের বিভিন্ন অর্জিত সাফল্য তুলে ধরেন। কর্মশালায় জানানো হয়, প্রকল্পটি ২০১১ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উচ্চফলনশীল জাতের ব্যাপক সম্প্রসারণ হওয়ায় বর্তমানে চরাঞ্চলের কৃষকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি জীবনমানেরও ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। চরাঞ্চলের জন্য উপযোগী বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি যেমন সার্জন পদ্ধতিতে সবজি চাষ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, জৈবিক পদ্ধতিতে বালাই দমনসহ নানা প্রযুক্তি কৃষক-কৃষাণী পর্যায়ে সম্প্রসারিত হওয়ায় প্রকল্পভুক্ত এলাকার কৃষিতে দৃশ্যমান পরিবর্তন হয়েছে এবং উৎপাদিত সবজি এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হচ্ছে। সিডিএসপি-৪ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে যার মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর একটি অংশ বাস্তবায়ন করছে। জেগে ওঠা বিভিন্ন চরে বসতি স্থাপন করা মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য প্রকল্প সমাপ্তির পর যেন ম্লান হয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানান। একই সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও প্রশিক্ষিত কৃষক-কৃষাণীদের মাধ্যমে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার অনুরোধ জানান।

সরকার মৎস্যখাত উন্নয়নে ব্যাপক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সভাপতি এস এম নজরুল ইসলাম। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ভারপ্রাপ্ত জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কৃষিবিদ অমল কান্তি রায়। অন্যদের মধ্যে খুলনা ফিস ফিড শিল্প মালিক সমিতির মহাসচিব এস এম সোহরাব হোসেন, জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতি, মৎস্য চাষি সমিতি, চিংড়ি চাষি সমিতি এবং চিংড়ি হ্যাচারি মালিক সমিতির প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন।

এর আগে বিভাগীয় কমিশনার খুলনার শহীদ হাদিস পার্কের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন এবং তার নেতৃত্বে হাদিস পার্ক থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

সম্প্রসারণ বার্তা

৩৯তম বর্ষ ❍ ৪র্থ সংখ্যা
❍ শ্রাবণ-১৪২৩ বঙ্গাব্দ; জুলাই-আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বগুড়ায় 'কৃষি সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল হালনাগাদকরণ' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় অবস্থিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে 'কৃষি সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল হালনাগাদকরণ' কর্মশালা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির সম্মানিত মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ মাতাহুরুল হক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইংয়ের সম্মানিত পরিচালক কৃষিবিদ প্রতীপ কুমার মণ্ডল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের সম্মানীত অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান এবং ক্যাটালিস্টের গ্রুপ লিডার মো. ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের সম্মানিত অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ জনাব মো. হযরত আলী।

প্রধান অতিথি মহোদয় তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে 'কৃষি সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল একটি অন্যতম মাধ্যম। তাই এই ম্যানুয়ালটি সহজীকরণের জন্য কৃষির বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তিনি আরও বলেন, এই কর্মশালার মতো সব কৃষি অঞ্চলে এই ধরনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখান হতে যে সব সুপারিশ আসবে সে সকল সুপারিশ মূল্যায়ন করে এই ম্যানুয়ালটিতে সংযোজন ও বিয়োজন করা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন কৃষি সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল হালনাগাদকরণ কাজ সম্পূর্ণ হলে কৃষি সম্প্রসারণ কাজে গতিশীলতা আসবে।

পরিশেষে তিনি এই ম্যানুয়ালটি হালনাগাদকরণে সহযোগিতা করার জন্য উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী ও কৃষক মিলে প্রায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া আরডিএতে কৃষি সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল হালনাগাদকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো. হামিদুর রহমান, মহাপরিচালক, ডিএই

গোদাগাড়ীতে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় ধৈঞ্চা চাষ বৃদ্ধির প্রণোদনা প্রদর্শনীর মাঠ দিবস

–মো. এরশাদ আলী, কৃতসা, *রাজশাহী*

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে উপজেলা কৃষি অফিস, গোদাগাড়ি কর্তৃক আয়োজিত মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধৈঞ্চা চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রণোদনা প্রদর্শনীর মাঠ দিবর রাজাবাড়ী ব্লকের বিজয়নগর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চল রাজশাহীর অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. ফজলুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহীর অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) কৃষিবিদ মো. মোজদার হোসেন, গোদাগাড়ীর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. তৌফিকুর রহমান এবং দেওপাড়া ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মো. আশাদুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ দেব দুলাল ঢালী। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোদাগাড়ী উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. তৌফিকুর রহমান। তিনি মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সবুজসার হিসেবে বেশি বেশি ধৈঞ্চা চাষ করার গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উপস্থিত সব চাষিকে রাসায়নিক সারের চাহিদা কমাতে এবং পরিবেশ ভালো রাখতে অবশ্যই আগামী বছরে ১ বিঘা জমিতে ধৈঞ্চা চাষ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, মাটির প্রাণ জৈব পদার্থ বরেন্দ্র অঞ্চলে খুব কম তাই মাটিকে সুরক্ষা করার জন্য ধৈঞ্চা চাষের কোনো বিকল্প নেই। মাটি সুরক্ষিত হলে অন্যান্য রাসায়নিক সার জমিতে কম লাগবে, ফসল ভালো হবে এবং কৃষকও লাভবান হবেন। সবুজসার জমিতে চাষ করলে রোগ পোকামাকড় আক্রমণ কম হবে, মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সব কৃষককে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করে ফসল উৎপাদনসহ দেশকে উন্নয়ন অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান। সভাপতি মহোদয় বলেন, জমিতে ধৈঞ্চা চাষ করলে বীজ ও জ্বালানি দুটোই পাওয়া যাবে এবং পাতা পড়ে সবুজসারের কাজ করবে ও মাটি সুরক্ষা থাকবে। ধৈঞ্চা চাষ করলে ফসলের উৎপাদন খরচ কমবে এবং কৃষক লাভবান হবে। পরিশেষে তিনি ধৈঞ্চা চাষে কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গোদাগাড়ীকে নির্দেশ দেন এবং মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. মোজদার হোসেন, ইউপি সদস্য মো. আশাদুল হক, উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. হাবিবুর রহমান, কৃষক মো. সাব্বির হোসেন। উপস্থিত ছিলেন দেওপাড়া ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. শহিদুল আলম ও অতনু সরকার, গণ্যমান্য ব্যক্তি, কৃষক-কৃষাণী মিলে প্রায় ৩২০ জন।

সরকার মৎস্যখাত উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে

বিভাগীয় কমিশনার, *খুলনা*

–মো. আবদুর রহমান, *কৃতসা, খুলনা*

সারা দেশের মতো 'জল আছে যেখানে মাছ চাষ সেখানে' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে খুলনায় গত ২০ জুলাই পালিত হয় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৬। এ উপলক্ষে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে খুলনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিকেলে মৎস্য সপ্তাহ উদ্বোধন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসক মো. নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. আব্দুস সামাদ বলেন, দেশের অর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাত সম্ভবনাময় খাত।

মৎস্য গবেষণার সাফল্যের ফলে আজ দেশীয় প্রজাতির অনেক মাছ আমরা আবার ফিরে পাচ্ছি। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে মৎস্যখাতকে আরও এগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনাকে সামনে নিয়ে এ সেক্টর কাজ করে যাচ্ছে। সরকার মৎস্যখাত উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন, খুলনা মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কার্যলয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ প্রফুল্ল কুমার সরকার, খুলনা বিএফএফই এর পরিচালক মো. হুমায়ুন কবীর এবং খুলনা প্রেস ক্লাবের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সমন্বয়ক : কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ
কম্পিউটার কম্পোজ : মনোয়ারা খাতুন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) নূর ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত